দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি বিভাগে বছরের পর বছর সেশনজট

গুটিকয়েক বিভাগের জন্য ভার্সিটির সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে না: উপাচার্য

॥ রিয়াজ রায়হান, চবি সংবাদদাতা ॥

পাঁচটি বিভাগের কারণে সেশনজটের দুর্নাম ঘোচাতে পারছে না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিভাগগুলোতে বছরের পর বছর লেগে থাকছে সেশনজট। বাংলা, ইংরেজী, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ভূগোল, ইসলামের ইতিহাসসহ পাঁচটি বিভাগে এক বছরের কোর্স শেষ হতে লাগে প্রায় দুই বছর। আবার পরীক্ষার পর ফল প্রকাশ করতে সময় লাগে আরো ৮-৯ মাস। পরীক্ষার জন্য এবং ফল প্রকাশের জন্য প্রতিনিয়ত আন্দোলন করতে হয় এসব বিভাগের শিক্ষার্থীদের। এমনকি পরীক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ ও ভাংচুরের নজিরও রয়েছে।

এ বিভাগগুলোতে বছরের পর বছর লেগে থাকা সেশনজটের ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর চেয়ারম্যানগণ। এ ব্যাপারে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর মনসুর উদ্দিন আহমদ ইত্তেফাককে বলেন, 'সেশনজটের ব্যাপারে বিভাগীয় সভাপতিদের সাথে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই তাদের সাথে বসে এ ব্যাপারে করণীয় ঠিক করা হবে।' তবে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বই সেশনজটের অন্যতম কারণ।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম ইত্তেফাককে বলেন, 'গুটিকয়েক বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে না। তাই যত শীঘ্রই সম্ভব অভিযুক্ত বিভাগগুলোর সাথে আলোচনা করে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগের ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন বিক্ষোভ ও ভাংচুরের মাধ্যমে দীর্ঘ ২২ মাস পরে দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দীর্ঘ ১১ মাস পরেও তার ফল প্রকাশ করা হয়নি। আট বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকাতে পারেনি ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষের (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১৬শ পৃঃ পর)

ছাত্র-ছাত্রীরা। দীর্ঘ ১৮ মাস পরে ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা সম্প্রতি ৩য় বর্ষের পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। বাকি বর্ষগুলোতেও একই রকম জট লেগে রয়েছে।

ইংরেজি বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরিচিত কথা হচ্ছে ইংরেজি বিভাগের ছাত্ররা বর্ষ নয় সেশন হিসেবেই নিজেদের পরিচয় প্রদান করে। কারণ এ বিভাগে ৩য় বর্ষ পেরুনোর আগে অন্য কয়েকটি বিভাগে একই সেশনের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ফেলে। এখানকার ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা নয় বছরেও মাস্টার্স শেষ করতে পারেনি। ২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা সাত বছর পরেও এখনও ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়ন করছে। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্ররা ৪ বছরেও দ্বিতীয়বর্ষের গন্ডি পার হতে পারেনি।

যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

এ বিভাগের প্রতিটি বর্ষে মাত্র ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। কমসংখ্যক শিক্ষার্থী সত্ত্বেও এ বিভাগে এক বছরের কোর্স দেড় বছরেও শেষ হয় না। আবার ৮ মাসেও প্রকাশিত হয় না পরীক্ষার ফলাফল। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা সাত বছরেও মাস্টার্স সম্পন্ন করতে পারেনি। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয়বর্ষের পরীক্ষা শেষ করার প্রায় আট মাস পর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ পরীক্ষার ফল দীর্ঘ ৮ মাসেও প্রকাশিত হয়নি।

ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

এই বিভাগে গড়ে ৩০ জন শিক্ষার্থী প্রতি বর্ষে অধ্যয়ন করছে। ভূগোল বিভাগে প্রতিটি বর্ষে ২টি করে শিক্ষাবর্ষ রয়েছে। সে হিসাবে দু'টি শিক্ষাবর্ষসহ পাঁচটি বর্ষে মোট ১০টি শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করছে। '৯৮-'৯৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা ৯ বছরেও এমএসসি শেষ করতে পারেনি। কয়েকটি শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা দেড় বছরেরও অধিক সময় ধরে একই বর্ষে অধ্যয়ন করলেও এখনও উক্ত বর্ষগুলোর পরীক্ষার কোন সময়সূচি তাদের জানা নেই।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার সম্পূর্ণ সেশনজট মুক্ত বিভাগ ছিল ইসলামের ইতিহাস। কিন্তু বিভাগের প্রয়াত এক শিক্ষককে চেয়ারম্যান করা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় এ বিভাগ আজ সবচেয়ে সেশনজটযুক্ত একটি বিভাগে পরিণত হয়েছে। এ বিভাগে বর্তমানে সাতটি শিক্ষাবর্ষ রয়েছে। তার মধ্যে ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা ২২ মাস পরে ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা সম্পন্ন করলেও দীর্ঘ আট মাসেও তার ফল প্রকাশ করা হয়নি। একইরকম অবস্থা ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের ক্ষেত্রেও। সাত মাসেও তাদের ১ম বর্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়নি। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দেড় বছরেরও অধিক সময় ধরে ৩য় বর্ষে অধ্যয়ন করছে।